Sangbad Online
সংবাদ
প্রকাশনায় ৬০ বছর

তারিখঃ ১৩/০৬-২০২১ (পৃঃ০৭)

বৃষ্টির আশীর্বাদে আউশ আবাদের ধুম

লক্ষ্যমাত্রা ৭ হাজার ৪৫০ হেক্টর

প্রতিনিধি, মির্জাগঞ্জ (পটুয়াখালী)

পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জে আউশ চাষে ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকরা। চলতি মৌসুমে আউস চারা রোপণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে বলে জানা গেছে। এদিকে আউশ ধান ক্ষেতে পরিচর্যায়ও ব্যস্ত সময় পার করছেন অনেক চাষিরা। সরেজমিনে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে গিয়ে দেখা যায়, কৃষকরা রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জমি প্রস্তুত ও চারা রোপণ কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন তারা। কেউ বা জমিতে হাল চাষ দিচ্ছেন। কেউ আবার জমিতে সার প্রয়োগ, বীজ উঠানো, ও প্রস্তুতকৃত জমিতে চারা রোপণ করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে কৃষকরা। আনুষাঙ্গিক কাজ শেষ করে কেউ বা বীজতলা থেকে চারা তুলে তা রোপণ করছেন খেতে। উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, উপজেলায় ২০২১-২০২২ খরিপ-১ মৌসুমে আউশ আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৭ হাজার ৪ শত ৫০ হেক্টর। যার মধ্যে উফসি- ৭ হাজার ২ মত ৫০ হেক্টর ও স্থানীয় -২০০ হেক্টর। ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে ৪ হাজার ৭ শত হেক্টর জমি। এ বছর মির্জাগঞ্জের কৃষকরা বিভিন্ন জাতের ধান চাষ করছেন। এগুলোর মধ্যে উফশী জাতের ব্রি ধান- ২৭, ৪২, ৪৩, ৪৮, বিআর- ২৬, বাউ-

মির্জাগঞ্জ

৬৩ সহ দেশি বিভিন্ন জাতের ধান চাষ করছেন। এসব জাতের ধান চাষে কৃষকরা ব্যস্ত সময় পার করছেন ধান ক্ষেতে। তারা আরও জানান, ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের প্রভাবে জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয়ে বেড়িবাঁধ সংলগ্ন এলাকাগুলোর বীজতলা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে পুনরায় বীজ বপন করে চারা রোপনের কারণে এ বছর আউশ আবাদে খানিকটা বিলম্ব হয়েছে। পশ্চিম সুবিদখালী গ্রামের কৃষক মো. সাহেব আলী হাওলাদার বলেন, একই জমিতে বোরো ধান পরে আউশ ও আমন চাষ করা হচ্ছে। তাতে ফলনও বেশ ভালো হওয়ায় কৃষকদের আগ্রহ দিন দিন বেড়েই চলেছে। তাছাড়া সরকার আউশ ধান চাষে বিনা মূল্যে বীজ ও সার দিয়ে কৃষকদের উৎসাহিত করার ফলে আগামীতে আরো আবাদ বাড়বে। মজিদবাড়িয়া ইউনিয়নের ঝোপখালী গ্রামের কৃষক রফিক খলিফা বলেন, আউশ ধান দুই থেকে আড়াই মাসের মধ্যে কাটা সম্ভব। এ কারণে একই জমিতে আমন ধান রোপণ করতে কোন সমস্যা হয় না। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. আরাফাত হোসেন জানান, বাজারে ধানের দাম ভালো থাকার কারণে আউশ আবাদে কৃষকদের আগ্রহের কমতি নেই। সাম্প্রতিককালে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের প্রভাবে জলোচ্ছ্বাসে কিছু আউশের জমি প্লাবিত হলেও এবছর যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল তা অর্জিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। কৃষকরা যাতে করে ভালো ফলন ঘরে তুলতে পারে সে লক্ষ্যে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

মির্জাগঞ্জ (পটুয়াখালী) : *আউশ রোপণ করছেন কৃষকরা* —সংবাদ